# পাগলামী, ক্ষ্যাপামী এবং ফকীর বিষয়ক রচনা

জামিল হাসান সুজন

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পাগলামী রয়েছে। কোন মানুষই প্রকৃত অর্থে স্বাভাবিক নয়। তবে যাদের ভিতরে মাত্রাধিক এই প্রবণতা রয়েছে তারাই রাস্তা ঘাটে পাগল হিসাবে ঘুরে বেড়ায় আর পাগলামী খুব বেশি হলে তাদেরকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, মস্তিষ্কের গঠনে খুব সামান্য এদিক ওদিক হওয়ার কারণে নাকি এরা পাগল নতুবা এরা পাগল না হলে নাকি ‘‘জিনিয়াস’’ হয়ে যেত । ঠিক সেই কারণে বোধ করি বিখ্যাত লোকেরা একটু পাগল প্রকৃতির হয়।

বাংলাদেশে অনেক ধরণের পাগল দেখেছি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এসে কিছু মানুষ দেখেছি তাদের কথা বলবো। এদেরকে পাগল না বলে আমি মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই অভিহিত করতে চাই।

আমি যেখানে আগে কাজ করতাম সেখানে পল নামে একজনের দেখা পাই, বয়স প্রায় ৩৫-৪০, হ্যাংলা পাতলা মাথায় বড় চুল, ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত। সে কারো সাথে কথা বলতোনা, এক মনে কাজ করে যেত। কাজে কর্মে সে ছিল অতি দক্ষ, প্রতিটি মেশিনের ব্যবহার সে খুব ভাল করে জানতো। একমনে কাজ করতো আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কথা বলতো। মেশিনে কখনো কোন সমস্যা দেখা দিলে সে মেশিনে লাথি মারতো, কখনো মাথা ঠুকতো। বিরতির সময়ে একা একা ড্রিঙ্কস খেত আর সিগারেট টানতো। নিজে যেচে পড়ে কখনো কারও সাথে কথা বলতোনা। কখনো কেউ কোন প্রশ্ন করলে সে শুধু তার জবাব দিত। পদার্থ বিদ্যা ও মহাকাশ বিজ্ঞানে তার জ্ঞান ছিল । কখনও কেউ এ বিষয়ে কথা জিজ্ঞেস করলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ভাবে তার জবাব দিত। এই হল আমাদের পল।

একদিন কি কারণে আমাদের বেতন যথাসময়ে ব্যাঙ্কে যায়নি। পল এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলো আমাদের বেতন গেছে কিনা। এই প্রথম সে আমাদের সাথে কথা বললো নিজে থেকে। আমরা জানালাম আমরাও কেউ বেতন পাইনি। সে কিছুক্ষণ মালিকের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করলো(যে গালাগালিতে ‘ফ’ এর উচ্চারণ যথেষ্ঠ ছিল)। এরপর সে আমাদের বললো, এই তোমরা আজ ঠিক মত কেউ কাজ করবেনা। বেতন পাওয়া না পর্যন্ত এই রকম চলবে। পলের আচরণে আমরা খুবই বিস্মিত হলাম, কেননা এতদিন তাকে আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মচারী হিসাবে দেখে এসেছি। যাই হোক সেদিন আমরা মহা উৎসাহে কজে ফাঁকী দিতে লাগলাম। বিকেলের এই শিফটে মালিক থাকেন না। কাকে কত টুকু কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। পরদিন আমাদের কপালে মালিকের

যে গালাগাল জুটেছিল সে প্রসংগে আর নাই বা গেলাম। আসি আবার পলের কথায়। বিরতির সময় আমরা যে যার নাস্তা খাচ্ছি। দেখি পল বাইরে চুপচাপ মন খারাপ করে বসে আছে। সাধারণত সে পাশের শপিং সেন্টার থেকে তার খাবার আর ড্রিঙ্কস কিনে এনে খায়। আমাদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠানো হল পলের খবর নিতে। সে ফিরে এসে জানালো পলের কাছে খাবার কেনার মত একটি পয়সাও নেই আর এ টি এম মেশিন দিয়ে যে টাকা তুলবে ব্যাঙ্কে সে পরিমাণ টাকা নেই। যতদূর জানি সে একা মানুষ, অবিবাহিত। অবাক হলাম এই কারণে যে, গত পাঁচ বছর ধরে সে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে আর তার একটি পয়সাও সঞ্চিত নেই এ কথা ভেবে। যাই হোক, আমরা সবাই মিলে তাকে কিছু টাকা ধার দিলাম। সে যুগপৎ বিস্মিত ও খুশি হলো আমাদের আচরণে । এরপর সে শপিং সেন্টারে চলে গেল। পরদিন থেকে আবারও তার আগের ফর্মে ফিরে গেল।

পলের কাছে পরে জেনেছিলাম তার যখন ৩ বছর বয়স তখন ইংল্যান্ড থেকে সে এ দেশে আসে এবং সে সময় তার বাবা মার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এ প্রসংগে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তার বাবা মার উদ্দেশ্যে 'ফ' এর ব্যবহার যোগে যথেচ্ছ গালাগাল দিয়েছিল। যত দূর জানি, পল এখনো সেখানে কাজ করছে।

এবার অন্য এক পাগলের প্রসংগে আসি। সেন্ট্রাল স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য একদিন দাঁড়িয়ে আছি। সিঁড়ি দিয়ে প্লাটফর্মে উঠে এল এক যুবক। মাথার চুল বিশেষ ধরণের, গায়ে একটা সবুজ রঙ্গের ভেস্ট। দেখে মনে হয় কোন কনস্ট্রাক্শনে কাজ করে। সে আমার সামনে এসে আমার সাথে কথা বলা শুরু করলো। আমার উত্তরের তোয়াক্কা না করে একা একা অনেক কথা বলে যেতে লাগলো। তার কথা কিছুটা জড়ানো, সব কথা বুঝা যায়না। ট্রেন এসে গেল, উঠলাম ট্রেনে। কিছুক্ষণ পর দেখি সেই সবুজ ভেস্ট ধারী ট্রেনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন যার সাথে ইচ্ছা কথা বলছে। এক সময় আমার পাশে এসে বসে আবারো তার বিরামহীন কথা বলে যেতে লাগলো।

মাঝে মাঝেই দেখি এই পাগলকে। এক এক দিন এক এক স্টেশনে তাকে নামতে দেখি, কোথায় যে তার গন্তব্য বুঝতে পারি না। আর কোথায় কিভাবে এই অপ্রকৃতিস্থ লোক কাজ করে তাও বুঝতে পারিনা।

একদিন যথারীতি কাজ শেষে ট্রেন ধরার জন্য সেন্ট্রাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। আড়চোখে দেখি সেই পাগল সিঁড়ি দিয়ে প্লাটফর্মে উঠে আসছে, আজ তার হাতে একটা বাঁশি। আমি দেখেই অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম যাতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়। কিন্তু ভাগ্যের এমনই ফের, সে ঠিক আমার কাছে নীরবে এসে দাঁড়ালো তারপর আমার কানের কাছে বাঁশিটা নিয়ে ফুঁ দিল। আমি অনড় হয়ে রইলাম। সে অন্যদিকে চলে গেল। তারপর সে একটু পর পর তার পছন্দসই লোকের কানের কাছে গিয়ে বাঁশি বাজিয়ে চমকে দিয়ে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো এবং নির্মল আনন্দ পেতে থাকলো। ট্রেনের মধ্যেওঅবিরাম ভাবে চললো তার এই মজার খেলা। এখানকার মানুষেরা খুব গম্ভীর ও ফর্মাল, এইসব সাহেব সুবাদের সমস্ত ফর্মালিটি চূর্ণ করে যার তার কানের কাছে গিয়ে সে ফুঁ দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে যেতে লাগলো। লোকজন ভয়ে বিস্ময়ে তটস্থ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো, আর সে হাসি মুখে মানুষের প্রতিক্রিয়া উপভোগ করে যেতে লাগলো।

পাগল প্রসংগ শেষ। এবার আসি ফকীর বা ভিখারী প্রসঙ্গে। অস্ট্রেলিয়াতে তখন নতুন এসেছি। আট বছর বয়সী কন্যার হাত ধরে রাস্তায় ঘুরছি। মেয়েকে বললাম, দেখেছো এখানে কিন্তু বাংলাদেশের মত ভিখারী নেই। কেমন সুন্দর ছিমছাম। ঠিক তার পর দিন আমার কন্যা এ দেশের একজন ভিখারী আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠলো, ঐ দেখ বাবা একটা ভিখারী। দেখি ক্যাম্পসি সেন্টারের সামনে এক বয়োবৃদ্ধ একটা চেয়ারে বসে আছে, তার হাতে একটা টিনের কৌটা, কৌটার ভেতরে অনেকগুলো কয়েন। আমার মেয়ে বললো, বাবা আমি অস্ট্রেলিয়ান ফকীরকে ভিক্ষা দিব। সে আমার কাছ থেকে এক ডলারের একটা কয়েন নিয়ে ছুটে গিয়ে কৌটার মধ্যে ফেলে দিল। অস্ট্রেলিয়ান ফকীর গম্ভীর ভাবে আমার মেয়েকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' জানালো।

---

জামিল হাসান সুজনের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন